তারিখ ... 28 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ...
কলাম ... ২ ...

যুগান্তর

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

ইউজিসি কি সাক্ষীগোপাল?

বাংলাদেশে প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীর তুলনায় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আসন সংখ্যা অনেক কম থাকে। ফলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল নিয়ে পাস করা বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। দীর্ঘকাল থেকেই দেশে এ অবস্থা চলে আসছে এবং এ অবস্থার কারণে দেশের অনেক শিক্ষার্থী পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়ে আসছে। এতে করে দেশের অর্থ এবং মেধা উভয়ই বিদেশে অধিক হারে পাচার হতো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশে মানসম্মত শিক্ষার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে বর্তমানে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৯৮টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ফলে উচ্চ শিক্ষার জন্য অর্থ ও মেধা পাচার কিছুটা কমে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও সরকার অনুমোদিত এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাড়াও কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জায়গায় বেসরকারি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসসহ অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। অবৈধভাবে পরিচালিত এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি অতি সম্প্রতি দেশের ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয়— এ মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। কারণ, ওই ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নেই। আর রাষ্ট্রপতির নিয়োগ করা ভিসির স্বাক্ষর ছাড়া সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসির সই করা সার্টিফিকেটও অবৈধ হবে। কারণ হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মূল সার্টিফিকেটে বৈধ ভিসি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষর থাকতে হয়। ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ না থাকা ১৮ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে : এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, রয়েল ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি, ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেড এইচ শিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কাদিরাবাদ, আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি সৈয়দপুর এবং বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কুমিল্লা। এ ব্যাপারে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জেনে-শুনে-বুঝে এবং ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শও দিয়েছে ইউজিসি। ইউজিসি বলেছে, রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ পদে চার বছরের জন্য নিয়োগ দেন। কাজেই এসব পদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাউকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে নিয়োগ দেয়া আইনের পরিপন্থী। ইউজিসির একাধিক নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এ ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি, প্রোভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সনদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

ইউজিসি কর্তৃক দেশের ১৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে তা মূলত : উভয় সংকটের জন্ম দিয়েছে। কারণ, ড্রাইভার ছাড়া কোনো গাড়ি কিংবা কোনো যানবাহন কী হেলপার কিংবা কনট্রাক্টর দ্বারা ভালোভাবে চালানো সম্ভব? নিশ্চয়ই না। ঠিক তেমনিভাবে ভিসি ও প্রোভিসি ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কী মানের লেখাপড়া হতে পারে এবং সেখানে শিক্ষাসংক্রান্ত কী ধরনের ব্যবস্থাপনা বা পরিবেশ থাকতে পারে তা কিন্তু প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারেন। আবার এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুতর প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা শেষে সার্টিফিকেটই দিতে না পারে, তাহলে ওই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় চালু রাখার অর্থ কী? তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, এ ধরনের গাফিলতির জন্য দায়ী কে? ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, নাকি ওই ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ? এজন্য শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই কোনোভাবেই দায়ী নন এবং তাদের কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না। এজন্য আইনগতভাবে দায়ী অবশ্যই ওই ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। তাহলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দায় কেন এখন শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো হবে? আর এ ক্ষেত্রে ইউজিসি কিংবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এতদিন কী ভূমিকা পালন করেছে? দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু ওই ১৮টি বিশ্বদ্যিালয়ে ভিসি, প্রোভিসি এবং কোষাধ্যক্ষ নেই, সেহেতু তা অবশ্যই ইউজিসির জানা থাকার বিষয়। কারণ, ইউজিসি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর

নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তাহলে কেন ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এতদিনেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি এবং এখনও কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৯২ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। এর ফলে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার মান নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভালোভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, দেশের ৯৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০'-এর শর্ত পূরণ না করেই চলছে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই স্থায়ী বা নিজস্ব ক্যাম্পাস, নেই শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ও পরিবহন ব্যবস্থা, নেই খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের জায়গা, নেই গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা, নেই আপডেটেড ওয়েবসাইট, নেই দক্ষ জনবল, নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাব, সেমিনার রুম, কমনরুম ইত্যাদি। তাছাড়া অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই রয়েছে সার্টিফিকেট বাণিজ্য করা, শিক্ষার মান বজায় না রাখা, নিয়মিত সিন্ডিকেট সভা আহ্বান না করা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত শর্ত ভঙ্গসহ নানা অভিযোগ। এসব অভিযোগের পাশাপাশি ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত দেশের প্রথম সারির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার গুলশান-২ এর ১০৬ নম্বর রোডে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকার মিরপুর-১ এর চিড়িয়াখানা রোডের ১ নম্বর সেকশনে আরেকটি ক্যাম্পাস রয়েছে) এবং কক্সবাজার জেলার কলাতলীতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে রয়েছে জঙ্গি সম্পৃক্ততার মতো গুরুতর অভিযোগ— যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। মূলত দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই বিভিন্ন সময়ে দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনাসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের 'বিশেষ ক্ষমতার জোরে' অনুমোদন পাওয়ায় উচ্চশিক্ষার এসব প্রতিষ্ঠানে আজ করুণ দশা বিরাজ করছে। ইতিপূর্বে এমনও দেখা গেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস বন্ধ বা উচ্ছেদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হলেও 'রহস্যজনক কারণে' দীর্ঘ সময়েও তার কোনো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। দেশে বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে সরকারের নমনীয় অবস্থান তথা নমনীয় মনোভাবের কারণে একশ্রেণীর অসাধু লোক উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য করার সুযোগ পেয়েছে। আর এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী একদিকে যেমন প্রতারিত হয়েছেন, তেমনিভাবে অনেক শিক্ষার্থী একাডেমিক দিকসহ নানা দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ও হয়রানির শিকার হয়েছেন— যা কোনোভাবেই পূরণীয় নয়। ফলে জনমনে এ প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক, এই যদি অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থা হয়, তাহলে বাস্তবতার আলোকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আসলেই কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে? আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি কী ভূমিকা পালন করছে?

তবে আশার কথা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সম্প্রতি বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন-২০১৬ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর ৩৮ ধারায় সরকার কর্তৃক একটি জাতীয়, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠনের কথা স্পষ্টভাবে বলা থাকলেও দীর্ঘদিনেও তা গঠন করা হয়নি। এখন থেকে এ কাউন্সিল যদি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে এবং দুর্নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে সত্যিকার অর্থেই নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তবে তা দেশের উচ্চশিক্ষার ফেরিওয়ালাদের রুখতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। যদিও সময়ই বলে দেবে, এ কাউন্সিল সত্যিকার অর্থেই প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারছে কিনা। বলা বাহুল্য, শিক্ষাকে বলা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। আর দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তাহলে সেই শিক্ষা দিয়ে কীভাবে এ দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব? এ বিষয়গুলো কি ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখে এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : *বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, সিটি ইউনিভার্সিটি; অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সদস্য*
kekbabu@yahoo.com